সংবাদ

তারিখ 22 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ভারতে পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে

সংবাদ ডেস্ক

এখন ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে আত্মহত্যার হিড়িক। ভারতের দৈনিক পত্র-পত্রিকায় এখন প্রতিদিনই আত্মহত্যার সংবাদ ছাপা হচ্ছে। পরীক্ষা ভীতি ও কম নম্বর পাওয়ার আশঙ্কায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে বলে সংবাদপত্রগুলো জানিয়েছে। এএফপি।

অভিভাবকরা চান তাদের ছেলেমেয়েরা ভাল ফলাফল করে শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে উচ্চ বেতনের কোন চাকরিতে যোগ দেবে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে অভিভাবকদের এ ধরনের উচ্চাশা শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপের মধ্যে রাখে। গত মাসে দি টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, নয়াদিল্লিতে দুজন কিশোর তাদের বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে এদের একজন তার পরীক্ষার পড়া তৈরি করে রাখতে পারেনি। অন্যজন তার ইংরেজি পরীক্ষার ভয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ভারতে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর গত এক সপ্তাহে বিভিন্ন স্থানে মোট ১২ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। সম্প্রতি ভারতের নয়াদিল্লিতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে ১৭ বছরের শিক্ষার্থী মায়া। ফাঁস লাগানোর আগে এক নোটে সে লিখে গেছে, আমি আর পরীক্ষার চাপ সহ্য করতে পারছি না, কিন্তু আমি আমার পরিবারকে ভীষণ ভালবাসি। আমার বিশ্বাস আমার অবস্থা তারা বুঝবে।

এদিকে ভারতের বাণিজ্য নগরী মুম্বাইয়ে ডিগ্রি শেষ বর্ষের বাণিজ্য বিভাগের এক শিক্ষার্থী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কারণ সামনেই তার অর্থনীতি পরীক্ষা ছিল এবং সে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল না। একই সঙ্গে সে অকৃতকার্য হয়ে তার অভিভাবকদের কোন লজ্জায় ফেলতে চায়নি। এ জন্য সমস্যার সমাধান হিসেবে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এর দুদিন পর একই পত্রিকায় আরও দুটি আত্মহত্যার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। একটি ছিল ভারতের উত্তরাঞ্চল এলাহাবাদে এক শিক্ষার্থী ট্রেনের নিচে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যার প্রতিবেদন। অন্যটি পশ্চিমাঞ্চলের সুরাটে অন্য এক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা সম্পর্কিত সংবাদ। সেদিন আরও কয়েকটি আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে বলে পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। ভারতে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা বিষয়ক সরকারি এক পরিসংখ্যানে বলা হয়, ২০০৬ সালের পর বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে, পরীক্ষার সময় উদ্বেগজনিত কারণে এক বছরে প্রায় পাঁচ হাজার ৮৫৭ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ১৬ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, আরও অসংখ্য আত্মহত্যার ঘটনা প্রকাশিত হয়নি, কারণ অনেক অভিভাবক এ আত্মহত্যার ঘটনা চেপে রাখতে চেয়েছেন। নয়াদিল্লির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিমালিকানাধীন হাসপাতাল ম্যাক্স হেলথ কেয়ারের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সমীর পারেখ জানান, ভারতে বয়সন্ধিকালীন আত্মহত্যার ঘটনা একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে।